সংবাদ

তারিখ 10 JUN 2010
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

এমপিওভুক্তি এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা

হোসেইন ইমাম

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ নতুন নয়। বরাবরই এ ধরনের অভিযোগ শোনা গেছে। সেই যেদিন থেকে এ প্রক্রিয়ার শুরু সেদিন থেকেই। অভিযোগগুলো যে সবই মিথ্যা ছিল তাও নয়। টাকার বিনিময়ে কিংবা অন্য কোন স্বার্থে অনেক মন্ত্রী, এমপি নিজ নিজ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য সুপারিশ করেন, এটা অনেকটা ওপেন সিক্রেট।

দিনবদলের সনদ নিয়ে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকার এ অবস্থার, সঠিকভাবে বললে অব্যবস্থার, পরিবর্তন করবে এটাই জনগণ আশা করেছিল। সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সে আশা পূরণে অনেকখানি এগিয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার দলের ভেতরেরই একটি স্বার্থান্বেষী মহলের চাপের কাছে তাকে সাময়িকভাবে হলেও হার মানতে হয়েছে। নতুন করে এমপিওভুক্তির জন্য দেশে প্রথমবারের মতো একটি সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি ১ হাজার ২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সংবলিত যে তালিকাটি তিনি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেবিনেট মিটিংয়ে উপস্থাপন করেন, তা কতিপয় মন্ত্রীর প্রবল বিরোধিতার মুখে প্রধানমন্ত্রী পুনর্মূল্যায়নের জন্য ফেরত পাঠান। তাতে অবশ্য কারোর আপত্তি থাকার কথা নয়। যেকোন বিষয়ই কেবিনেট মিটিংয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজন বোধ করলে পর্যালোচনা কিংবা পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাতেই পারেন এবং সেটাই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু আমাদের আপত্তি অন্য জায়গায়। গণমাধ্যমে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে নুরুল ইসলাম নাহিদ অনেক ভেবে-চিন্তে, অনেকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে এ তালিকাটি তৈরি করেছিলেন। প্রথমবারের মতো এ প্রক্রিয়ায় কোন বড় ধরনের অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি হয়েছে এমন অভিযোগ শোনা যায়নি। বরঞ্চ দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সচেতন নাগরিক সমাজের অনেকেই শিক্ষামন্ত্রীর এ উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। তাহলে প্রধানমন্ত্রী কেন তালিকাটির পর্যালোচনার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে নুরুল ইসলাম নাহিদকে না দিয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদকে দিলেন- আমাদের প্রশ্ন সেখানেই।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নিয়ে বরাবরই জনমনে প্রশ্ন ছিল। পদমর্যাদায় কে বড়- মন্ত্রী না উপদেষ্টা? কার ক্ষমতা বেশি- মন্ত্রীর না উপদেষ্টার? এমপিওভুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সেই প্রশ্নকে আরও জোরালো করেছে। সাংবিধানিকভাবে উপদেষ্টারা মন্ত্রণালয়ের কাজে খবরদারি করার কতটুকু ক্ষমতা রাখেন সে প্রশ্নও উঠেছে। আমাদের সংবিধানে উপদেষ্টার ব্যাপারে কিছু বলা নেই। সেখানে সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কেবিনেট থাকবে। কেবিনেটে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী থাকবে। মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করবেন আর কেবিনেট যৌথভাবে সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে। এ থেকে এটা স্পষ্ট, উপদেষ্টারা কেবিনেটের অংশ নন। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিও নন। সেক্ষেত্রে কোন কেবিনেট মিনিস্টারের সিদ্ধান্ত কিংবা মতামত একজন অনির্বাচিত উপদেষ্টা কেমন করে পর্যালোচনা করতে পারেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাটাই স্বাভাবিক। উঠেছেও।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদ ইতোমধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রণীত তালিকা পর্যালোচনা করে ১ হাজার ৪৬১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম সংবলিত একটি নতুন তালিকা প্রকাশ করেছেন। এতে পুরনো তালিকা থেকে ১০০টি প্রতিষ্ঠানের নাম বাদ দেয়া হয়েছে। নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৪৮৩টি প্রতিষ্ঠানের নাম। কিসের ভিত্তিতে তিনি পূর্ব নির্ধারিত ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলেন এবং নতুন আরও ৪৮৩টি প্রতিষ্ঠানের নাম সংযোজন করলেন তা না জানা গেলেও এ নতুন তালিকা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। অসংখ্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। অভিযোগকারীদের মধ্যে সরকারি দলের এমপিসহ অনেক নেতাকর্মীও রয়েছেন। তাদের অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে বিএনপি-জামায়াত নেতাদের অনেক প্রতিষ্ঠান তালিকায় ঢুকে পড়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ এনে আদালতের আশ্রয় নেয়ার হুমকি দিয়েছে তালিকা থেকে বাদপড়া অনেক প্রতিষ্ঠান। স্টাফ রিপোর্টারের বরাত দিয়ে একটি জাতীয় দৈনিক লিখেছে, এবার কেবল বিএনপি নয়, এমপিওর তালিকায় ঢুকে পড়েছে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত জামায়াত নেতা মো. কামরুজ্জামানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আছে পটুয়াখালীর জামায়াত নেতার প্রতিষ্ঠানও। আগের তালিকা থেকে এক বিএনপি নেতার প্রতিষ্ঠান বাদ দেয়া হলেও এবারের তালিকায় চলে এসেছে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা শিমুল বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠান (জনকণ্ঠ ২ জুন ২০১০)। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে বাদ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী একটি হলো আগের তালিকায় অত্যন্ত মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থান পাওয়া খুলনার সৈয়দ আরশেদ আলী এন্ড সবুরুন্নেসা গার্লস কলেজ। যোগ্যতার মানদণ্ডে ১০০ নম্বরের মধ্যে এটি পেয়েছিল ৯০। আরও যেসব প্রতিষ্ঠান বাদ পড়েছে তার মধ্যে রয়েছে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী, পরিকল্পনামন্ত্রী একে খন্দকার, সংসদ সদস্য আবদুল জলিল ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তসহ আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতার সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম। রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, অর্থনীতিবিদ ড. ধলীকুজ্জমান আহমদ এবং কবি নির্মলেন্দু গুণের মতো ব্যক্তিবর্গের সুপারিশকৃত প্রতিষ্ঠানের নামও। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, এমপিওভুক্তির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী তার শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দীন আহমেদকে যে দায়িত্বটি দিয়েছিলেন সেটি তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেননি। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রধানমন্ত্রী তার উপদেষ্টা হিসেবে ড. আলাউদ্দীন আহমেদের ওপর যে বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলেন তার মর্যাদা ড. আহমেদ রাখতে পারেননি।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের একটি বড় গুণ তিনি জনগণের কথা শোনেন। তার নেতাকর্মীদের কথাও শুনতে চান। একাধিকবার তিনি তার প্রমাণ রেখেছেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না, এটাই আশা করা গিয়েছিল। তিনি সে আশা ভঙ্গ করেননি। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী শেখ হাসিনা এমপিওভুক্তির দ্বিতীয় দফায় তৈরি তালিকাটির পর্যালোচনার জন্য পুনরায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নুরুল ইসলাম নাহিদ তার নীতিতে অবিচল থেকে সঠিক দায়িত্ব পালনে পিছপা হবেন না।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বললেই নয়। একটি ভাত টিপলেই যেমন হাঁড়ির সব ভাতের অবস্থা আঁচ করা যায় ঠিক তেমনই এমপিওভুক্তির এই একটি ঘটনা দিয়ে আমরা যদি সরকারের পুরো হাঁড়ির খবর বুঝে নিতে চাই, তা কি ভুল হবে? দীর্ঘদিনের অপশাসনের ফলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, আমাদের রাজনীতিতে, আমাদের অর্থনীতিতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার যে ভূত ঢুকে পড়েছে, তা থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারও মুক্ত নয়। শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবেই চাইছেন সে ভূত তাড়াতে। কিন্তু সে সর্ষে দিয়ে তিনি ভূত তাড়াতে চাইছেন তাতেই যদি ভূত থেকে যায় তাহলে কেমন করে তিনি তার উদ্দেশ্যে সফলকাম হবেন- সেটি একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছোটবেলায় পাটিগণিতে তৈলাক্ত বাঁশ ও বানরের অঙ্কের সমাধান করতে গিয়ে আমাদের হিমশিম খেতে হতো। তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে দুই ফুট উপরে উঠে এক ফুট নিচে নেমে গেলেও বানরটি শেষ অবধি বাঁশের শিখরে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু আমরা জাতি হিসেবে যে তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছি তার কি শেষ আছে? অবস্থাদৃষ্টে তো মনে হয় না এর কোন শেষ আছে। তা না হলে এমনটি হবে কেন? কোন কাজই তো আমরা একবারে সমাধান করতে পারি না। পদে পদে বাধাগ্রস্ত হই। এমপিওভুক্তি এমন কী বড় কাজ? নিয়মনীতি মেনে চললে এটি তো একটি রুটিনমাফিক কাজের পর্যায়ে পড়ার কথা। অথচ এ নিয়ে কত হৈচৈ, কত দেনদরবার, কত লেনদেন, কত বাধা-বিপত্তি, কত কেলেঙ্কারি। জাতি হিসেবে আমাদের গর্ব করার বিষয় তো কম নেই। আমরা নোবেল বিজয়ী। আমরা এভারেস্ট বিজয়ী। আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিতে পারি, স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারি। আমাদের মেধা আছে, ধৈর্য আছে। সাহস আছে। আমাদের যে কোন প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবেলা করার মনোবল আছে। তার পরেও কেন আমরা ওপরে উঠতে পারি না? কেবলই নিচে পড়ে থাকি। বানরটি তো তাও দুই ফুট উপরে উঠে মাত্র এক ফুট নিচে নেমে যেত। আমরা এক ফুট উপরে না ওঠে দুই ফুট নিচে নেমে যাই- ভয়তো সেখানেই।

৪ জুন ২০১০

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নিয়ে বরাবরই জনমনে প্রশ্ন ছিল। পদমর্যাদায় কে বড়- মন্ত্রী না উপদেষ্টা? কার ক্ষমতা বেশি- মন্ত্রীর না উপদেষ্টার? এমপিওভুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত সেই প্রশ্নকে আরও জোরালো করেছে। সাংবিধানিকভাবে উপদেষ্টারা মন্ত্রণালয়ের কাজে খবরদারি করার কতটুকু ক্ষমতা রাখেন সে প্রশ্নও উঠেছে। আমাদের সংবিধানে উপদেষ্টার ব্যাপারে কিছু বলা নেই। সেখানে সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কেবিনেট থাকবে। কেবিনেটে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী থাকবে। মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করবেন আর কেবিনেট যৌথভাবে সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে। এ থেকে এটা স্পষ্ট, উপদেষ্টারা কেবিনেটের অংশ নন। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিও নন